পদোন্নতির পর জুলাই গণহত্যার সমর্থনকারীকে শিক্ষা ছুটি দিলেন গোবিপ্রবির উপাচার্য!

গোবিপ্রবি প্রতিনিধি

প্রকাশিত: ০০:৪৫, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

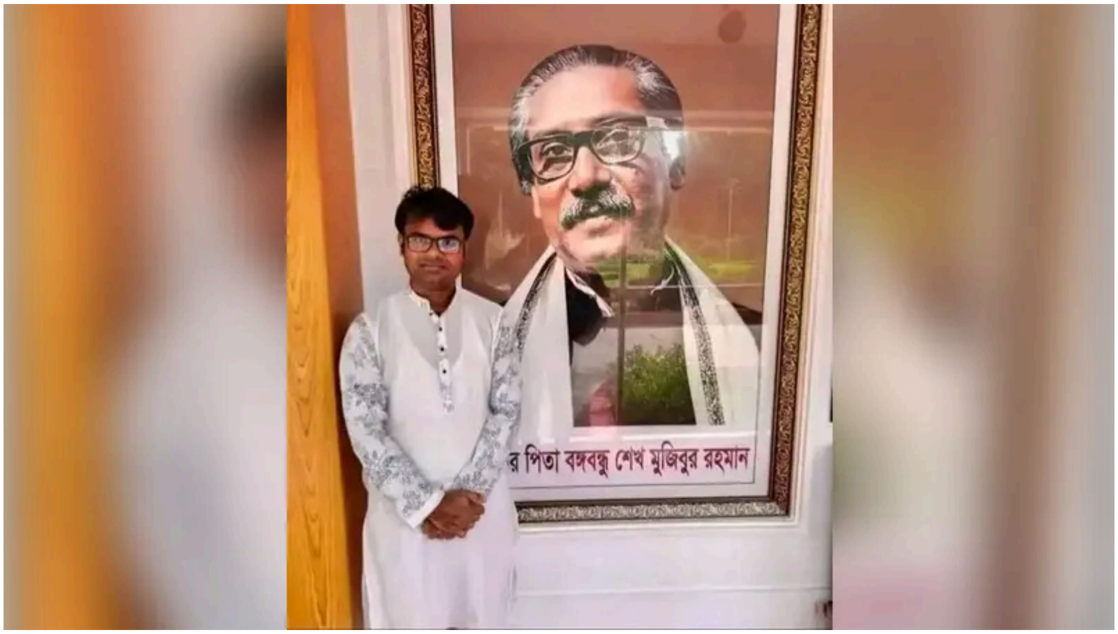

জুলাই গণহত্যায় সমর্থনকারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলে ঢুকে ধর্ষণ করতে চাওয়া সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গোবিপ্রবি) বিজিই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইমদাদুল হক সোহাগকে পদন্নোতির পর শিক্ষা ছুটি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ইমদাদুল হক সোহাগের বিরুদ্ধে শেখ রাসেল হলের প্রভোস্ট থাকা অবস্থায় দাড়ি রাখলে হল থেকে বের করে দেওয়া ও সাতক্ষীরা জামায়াতে ইসলামীর এলাকা বলে শিক্ষার্থীকে মার্ক শূন্য দেওয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয় 'ধর্ম ছাড়া

মানুষ বাঁচতে পারবে, কিন্তু সংস্কৃতি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারবে না' সহ বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে ধর্ম অবমাননারও অভিযোগ তুলেছে শিক্ষার্থীরা। এছাড়াও ২০১৫ সালের ৩০ এপ্রিল ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধ সংগঠন) সহ-সভাপতি থাকা অবস্থায় বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের ছাত্রীদের ধর্ষনের হুমকি দেওয়ার কারণে সংবাদের শিরোনামও হতে হয়। এমনকি জুলাই গণহত্যা চলার সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের নাম, পরিচয়, ঠিকানা দিয়ে সহায়তার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

×

এ বিষয়ে ফাইনান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষার্থী ও ছাত্র অধিকার পরিষদ নেতা মোহাম্মদ আলী ত্বহা বলেন,"জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বিরোধীতাকারীদের দৃশ্যমান বিচার সকল শিক্ষার্থীদের প্রাণের দাবি ছিলো। কিন্তু নানা ছলেবলে কৌশলে বিচার বিলম্ব করে এড়িয়ে যেতে দেখছি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে। প্রতিটি বিভাগের চেয়ারম্যান, অনুষদের ডিনদের নিয়ে ৫৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করা হয়েছে কিন্তু বিচারের মিটিং গুলোতে অধিকাংশ শিক্ষকদের অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়, বিচার বিলম্ব অথবা না করার উদ্দেশ্যেই এত দীর্ঘ কমিটি! বিচার বিলম্বের মাঝে শিক্ষক ইমদাদুল হক সোহাগ প্রমোশন পেয়েছেন এবং দেশের বাহিরেও চলে গেছেন। শিক্ষার্থীদের বিচার চাওয়া এবং বিচার চলমান সত্ত্বেও তাকে দেশের বাহিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার সম্পূর্ণ দায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নিতে হবে।"

তিনি আরও বলেন,"এই উদারতার মাধ্যমে প্রশাসন প্রমাণ করতে চাইলেন ফ্যাসিবাদের আমলে শিক্ষার্থীদের উপর নির্যাতন চালানো শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, যা আমাদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করে। যে শিক্ষককের ৩.৫০ সিজিপিএ নেই, ছাত্রলীগের পদধারী হিসেবে চাকুরী নিয়েছেন, নারী কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, হল প্রভোস্টের দায়িত্বে থাকাকালীন বিরোধী মতের শিক্ষার্থীদের উপর নিপীড়ন করে সেই শিক্ষকের বিচার না হওয়া আমাদের জন্য লজ্জাজনক এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার ও শহীদদের রক্তের সাথে বেঈমানী করা। এখন শুধু সোহাগ নয়, তাকে বাঁচাতে যারা সহোযোগিতা করেছেন তাদেরও বিচার দাবি করছি।"

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহবায়ক বেলাল হোসাইন আরিয়ান বলেন,"গণহত্যার সমর্থক ও স্বৈরাচারের মুখপাত্র ইমদাদুল হক সোহাগকে শিক্ষা ছুটি দেওয়া শিক্ষাঙ্গন এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ন্যায়নীতি নয়, এখানে পুরস্কৃত হলো অপরাধ আর অমানবিকতা। বিশ্ববিদ্যালয় যদি ঘাতকদের প্রশ্রয় দেয়, তবে তা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি ষড়যন্ত্র। এরকম সুযোগসুবিধা করে দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি।"

×

এবিষয়ে রেজিস্ট্রার মো: এনামুজ্জামান বলেন, শিক্ষা ছুটি আমাদের হাত থেকে গেলেও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত দেয় তা বাস্তবায়ন করি।

ছুটি দেওয়ার বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. হোসেন উদ্দীন শেখর বলেন, "তার বিরুদ্ধে তো কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। যতক্ষণ একটা লোক অভিযুক্ত না হবে ততক্ষ তার সকল অধিকার দেওয়া হবে এটা পরিষ্কার কথা।"

দীর্ঘ একবছরেও বিচার না হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "এরা সবাই কলিগ, দীর্ঘদিনের পরিচিত। এ বিশ্ববিদ্যালয় আওয়ামীলীগ তৈরী করছে এবং তাদেরই লোকজন ঢুকছে। কেউ অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করছে,কেউ কম করছে। যারা বাড়াবাড়ি করছে তাদের যারা বিচার করবে তারাও তো একি ঘরানার লোক।"